ত্রৈমাসিক

রাজউক বার্তা

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকাশনা

www.rajuk.gov.bd

ভলিউম-১২ | সংখ্যা-১ | জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১ | বাংলা ১৪২৮

গত ৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করেন

প্রধান উপদেষ্টা
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
চেয়ারম্যান, রাজউক

উপদেষ্টাবৃন্দ
মো. শফি উল হক
সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ), রাজউক
মো. মুনির হোসেন খান
সদস্য (এস্টেট ও ভূমি), রাজউক
কবির আল আসাদ
সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), রাজউক
মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.)
সদস্য (উন্নয়ন), রাজউক
মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন
সদস্য (পরিকল্পনা), রাজউক

সম্পাদক
মুহম্মদ কামরুজ্জামান
পরিচালক (প্রশাসন), রাজউক

উপ-সম্পাদক
মো. কামরুল ইসলাম
পরিচালক (জোন ৬), রাজউক
মো. মমিন উদ্দিন
পরিচালক (জোন ৭), রাজউক
শামীমা মোমেন
পরিচালক (বোর্ড, জনসংযোগ ও প্রটোকল), রাজউক
মাহফুজা আক্তার
নগর পরিকল্পনাবিদ (পরিকল্পনা প্রণয়ন), রাজউক

সহকারী সম্পাদক (সদস্য সচিব)
মো. আতিকুর রহমান,
উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি ৩), রাজউক, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
রিদুয়ান ছায়েদ
উপপরিচালক (এস্টেট ও ভূমি) (চলতি দায়িত্ব), উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প (প্রেষণে), রাজউক
সোনিয়া শাহনাজ
সহকারী অথারাইজড অফিসার, অতিরিক্ত দায়িত্ব উপপরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ ১), রাজউক
মো. শাহ আলম
সহকারী পরিচালক, (জনসংযোগ ও প্রটোকল), রাজউক, ঢাকা।
মো. শাফাত সাঈদ চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ডিজাইন (রাজউক) বিভাগ, রাজউক

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় মূল অধিবাসী ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অবশিষ্ট প্লট বরাদ্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় ২০২১ সালে মূল অধিবাসী ও সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাটাগরিতে রাজউক কর্তৃপক্ষের ০৩/২০২১তম বিশেষ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট মূল অধিবাসী ও ক্ষতিগ্রস্ত ১,৪৪০ জনকে ৩ (তিন) কাঠা আয়তনের প্লট বরাদ্দের জন্য সাময়িকভাবে নির্বাচিত করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শরীফ আহমেদ, এমপি বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করেন।

সম্পাদকীয়

রাজউকের মুখপাত্র হিসেবে "রাজউক বার্তা"র গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার সম্পাদকের ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করায় কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা এবং সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় ধন্য আমি ও আমার সম্পাদনা পরিষদ।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে বর্তমান সদস্য পর্ষদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজউক পরিবার রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি গুরুদায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর।

সেবা প্রদানে সচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে রাজউক পালন করেছে 'সেবা সপ্তাহ ২০২১', সেবা প্রদানে যা সর্বমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর কর্মশালা, শেখ রাসেল দিবসসহ জাতীয় সকল দিবস রাজউকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ উৎসাহ নিয়ে পালন করেছে যা একইসাথে দেশপ্রেম সঞ্চারনে সহায়ক হবে।

রাজউক বার্তা প্রকাশনায় নিয়মিত সেবা প্রদানের সেই চিত্রই আমরা তুলে ধরতে চাই। এক্ষেত্রে যে কোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণীয়।

সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'রাজউক পরিবার' পরিকল্পিত ও বাসযোগ্য ঢাকা বিনির্মাণে এগিয়ে যাবে– এই প্রত্যাশা রইলো।

মুহম্মদ কামরুজ্জামান (উপসচিব)
সম্পাদক ও পরিচালক (প্রশাসন)

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ

শহীদ উল্লা খন্দকার

বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী : হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা মোসাম্মৎ সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান ছিলেন শেখ মুজিব। বাবা মা তাঁকে ডাকতেন খোকা বলে। অজপাড়াগাঁয়ের সেই খোকাই আজকের বাঙালি জাতির মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শৈশবেই তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবী, অধিকার আদায়ে রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই। তাই স্কুল জীবনেই তিনি রাজনীতি শুরু করেন এবং সান্নিধ্য লাভ করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মতো মহান নেতাদের এবং দাবী জানান ছাত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার।

১৯৪৭–১৯৭১ পর্যন্ত প্রতিদিনই ছিল তার কঠিন সংগ্রামের জীবন। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন শোষণ ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গিয়েছেন। এ সংগ্রামের পথ মোটেও সহজ ছিল না। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় করতে গিয়ে তার স্বল্প জীবনের অধিকাংশ সময়ই কেটে গেছে জেলখানার অন্ধকারে। তবুও মানুষের কথা তিনি ভোলেননি। সংগ্রামের পথ থেকে তিনি সরে আসেননি। আপোষহীন চিত্তে সারাজীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন মানুষের জন্য।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ: বঙ্গবন্ধুর জীবনে জনগণই ছিলেন অন্তপ্রাণ। কথায় কথায় তিনি বলতেন আমার মানুষ, আমার বাঙালি, আমার গরীব দুঃখী অর্থাৎ এদেশের প্রতিটি মানুষকে তিনি নিজের অন্তরে ঠাঁই দিয়েছেন। জনগণের মুখে হাসি ফুটানোই ছিল তাঁর অন্যতম লক্ষ্য।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা –এই মৌলিক অধিকারগুলো পূরণের মাধ্যমে বাংলার মানুষের উন্নত জীবন প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর আদর্শ। যার প্রমাণস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫নং অনুচ্ছেদে রয়েছে মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তিই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্নই হলো তাঁর আদর্শের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালি জাতির নিজস্ব ভূমিসত্ত্বা থাকবে, যে ভূমিতে বাঙালি তার নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারবে, তার নীতি সে নিজেই পরিচালনা করতে পারবে।

জনগণকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়া, জনগণকে ক্ষমতায়ন করা, মানুষের জন্য কাজ করা, নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্য জীবনকে বিলিয়ে দেয়া–

এগুলো হলো জাতির পিতার অন্যতম আদর্শ। যে কারণে তিনি জনগণের দাবী আদায়ের জন্য এক আদর্শবাদী আত্মত্যাগী নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে সততাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। এই সততার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাবার দেয়া উপদেশ "Sincerity of Purpose & Honesty Of Purpose" মেনেই সারাজীবন রাজনীতি করে গেছেন।

স্নেহময়ী বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধু এদেশের জনগণকে এতোটাই ভালোবাসতেন যে প্রখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট এর প্রশ্নোত্তরে বলেন, "আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে, আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি। আর আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে, আমি আমার জনগণকে অত্যাধিক ভালোবাসি"।

তিনি দেশের সাধারণ মানুষ, যারা আজও দুঃখী, যারা আজও নিরন্তর সংগ্রাম করে বেঁচে আছে, তাদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির উপজীব্য করার জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দেশের গরীব চাষীদের নিয়ে বলেন,

"আমাদের চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে। গরীবের উপর অত্যাচার করলে আল্লাহর কাছে তার জবাব দিতে হবে"।

দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু : বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও, তাতে বাঙালির কোনো লাভ হবে না বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান নেতা বঙ্গবন্ধু এটি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন এবং সেসময় হতেই তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। "ইতিহাসে তিনিই অমর, যিনি তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জাতিকে স্বপ্ন দেখান" যা বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সচেতনতার সাথে বাস্তবায়ন করেন। একারণেই তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধু শুধু একটি নাম নয়; বঙ্গবন্ধু একটি প্রতিষ্ঠান, একটি সত্তা, একটি ইতিহাস। জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে অন্তরালের বঙ্গবন্ধু আরো শক্তিশালী। যতদিন বাঙালি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে, এদেশের জনগণ থাকবে ততদিনই বঙ্গবন্ধু সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধু : নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে তিনি বিশ্বকে আলোকময় করেছেন, সর্বদাই নিপীড়িত মানুষের কথা ভেবেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মহান উক্তি–

"এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়।"

আপোষহীন বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই সংগ্রাম করে গিয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য, তিনি স্বপ্ন দেখতেন সোনার বাংলা গড়ার। তিনি আজীবন মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। জনগণের অধিকার আদায় করতে গিয়ে ৪৬৮২ দিন বা প্রায় ১৩ বছর জেলখানার অন্ধকারে তিনি কাটিয়েছেন, তবুও তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন।

অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু: ১৯৪৭ এর দেশভাগের পরে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে গেলে তিনি তাঁর কর্মীদের নিয়ে দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা করেন। দাঙ্গায় আহত ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। মানুষকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কখনও হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ করেননি। ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণায় "আওয়ামী মুসলিম লীগ" থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে "আওয়ামী লীগ" করা হয়, যা তাঁর অসাম্প্রদায়িক চিন্তা ধারার ফলাফল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে রচিত সংবিধানেও বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন, সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের নিজ নিজ ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করেন। তিনি আরো বলেন–

"পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে, কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। এদেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে"।

মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। এ সময় পাকিস্তানী প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর সাথে আপোষ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যারা বাংলার মানুষের তাজা রক্ত ঝরিয়েছে তাদের সাথে বঙ্গবন্ধু আপোষ করতে রাজি হননি। এমনকি তাঁর সামনেই কবর খুঁড়ে প্রধানমন্ত্রী হওয়া অথবা কবরে যাওয়া এর মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নিতে

বললে তিনি মৃত্যুকে ভয় পাননি এবং শত্রুর সাথে কেনো প্রকার আঁতাত করতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন– "যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত তাকে কেউ মারতে পারে না"।

যদিও পাকিস্তানী প্রশাসন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার দুঃসাহস দেখায়নি।

আত্মত্যাগী বঙ্গবন্ধু : ১৯৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ বিপুল ভোটে জয় লাভ করে কিন্তু পাকিস্তান সরকার বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে। এতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আন্দোলন শুরু করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আন্দোলনে গুলি চালায়। এতে অনেক হতাহত হয়। পরবর্তী সময়ে ভুট্টো প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দিলে তিনি বলেন–

"আমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত লাশের উপর দিয়ে কিভাবে আমি বৈঠকে যাব। আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাইনা। প্রধানমন্ত্রী হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু, যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারবো না"।

তিনি জনগণের ভালোবাসা পেতে প্রধানমন্ত্রীর বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

বিচক্ষণ বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। তাঁর বিচক্ষণতার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭১ সালে ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে। সেদিন সমগ্র ঢাকা শহর পশ্চিমা বাহিনী দ্বারা ঘেরাও করা ছিল। তিনি জানতেন আজ যদি স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়, তাহলে পশ্চিমা বাহিনীর গুলিতে লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণ ঝরে যাবে। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে ঘোষণা করেন যে–

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। আমরা মরতে যখন শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না"।

বঙ্গবন্ধু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে, জনসাধারণকে আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান।

মহানায়ক বঙ্গবন্ধু: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালেরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। ঠিক তখনই মহানায়ক গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে দিয়ে যান তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশনা। তিনি বাঙালি জাতিকে দিয়ে যান মুক্তির বার্তা অর্থাৎ মহান স্বাধীনতার ঘোষণা। যার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা অর্জন করি প্রাণের স্বাধীনতা। পাকিস্তান শাসনামলে প্রশাসন ছিল চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। দেশে বিরাজ করছিলো চরম অরাজকতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ধ্বংস প্রায় দেশকে পুনর্গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পুনর্গঠনের জন্য তিনি ঘোষণা করেন-

"আমার সরকার নব রাষ্ট্র এবং নতুন সমাজের উপযোগী করে প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করবে"

এবং তারই ধারাবাহিকতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১(২) ধারায় সংযোজন করেন " সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যক ব্যক্তির কর্তব্য"। তিনি আরো বলেন–

"সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন"।

জনগণের প্রতি এই দায়িত্বশীল ভালোবাসাই বঙ্গবন্ধুকে নায়ক থেকে মহানায়কে পরিণত করে এবং তিনি হয়ে উঠেন একটি জাতির জনক।

জাতির সেই সূর্য সন্তান, বাংলার মহানায়ককে এদেশের কিছু কুলাঙ্গার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। মানুষকে হত্যা করা যায় কিন্তু কারো দর্শন, নীতি ও আদর্শকে হত্যা করা যায় না। মানুষ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তারা হত্যা করতে পারেনি, বঙ্গবন্ধুর দর্শন, নীতি ও আদর্শকে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শই আজ আমাদের পথ চলার পাথেয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, নীতি-আদর্শ, কর্ম ও নেতৃত্বের বহুমাত্রিক গুণাবলীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হওয়ার সব উপাদান। বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়া চীন' পাঠ করলে বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন ও ত্যাগের মহিমার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লেখক: সচিব, গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় মাননীয় সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

২৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে রাউজক অডিটরিয়ামে মুজিববর্ষ উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবন' বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শহিদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় চেয়ারম্যান, রাজউক (সচিব), সদস্য পর্ষদসহ রাউজকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

সেবা সপ্তাহ ২০২১ উদযাপন

সেবা প্রত্যাশীর বক্তব্য শুনছেন চেয়ারম্যান, রাজউক (সচিব)

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাজধানী

সেবা সপ্তাহে চেয়ারম্যান, রাজউক-এর তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান

সেবা সপ্তাহে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের চিঠি হস্তান্তর

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ (১১ পৌষ ১৪২৮ তারিখ) থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ (১৫ পৌষ ১৪২৮) তারিখ প্রতিদিন সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা পর্যন্ত সেবা সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। সেবা সপ্তাহ চলাকালীন সেবা প্রত্যাশীগণকে বিশেষ করে ভবনের নকশা অনুমোদন, ভবনের ব্যবহার সনদ প্রদান, ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান, প্লট/ফ্ল্যাটের নামজারী ও লিজ দলিল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সেবাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। সেবা সপ্তাহে নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত সেবা মোট ৬৩০ জনকে, ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত সেবা মোট ১৮৬ জনকে এবং এস্টেট ও ভূমি সংক্রান্ত সেবা মোট ৬৯৪ জনকে প্রদান করা হয়েছে।

জোনাল অফিসে সেবা সপ্তাহ উদযাপন

জোন-১

জোন-২

জোন-৩

জোন-৪

জোন-৬

জোন-৭

জোন-৮

এস্টেট ও ভূমি-২

চেয়ারম্যান রাজউক-এর সচিব হিসেবে পদোন্নতি

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, চেয়ারম্যান, রাজউক, গত ২০ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় রাজউকের কর্মকর্তাগণ ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান

প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কুড়িলপূর্বাচল লিংক রোডের উভয়পাশে ১০০ ফিট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

১০ জুন ২০২১ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শরিফ আহমেদ, এমপি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, শহিদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, রাজউকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের কুড়িল পূর্বাচল লিংকরোডের উভয়পাশে ১০০ ফিট চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ করেন।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-১) কাজী ওয়াছি উদ্দিনসহ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ গত ১২ জুন ২০২১ তারিখে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণসহ পরিদর্শন করেন।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পর এলাকা পরিদর্শন

রাজউক উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প

২৯ মে ২০২১ খ্রি. তারিখে জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী চেয়ারম্যান, রাজউক-কে উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের পক্ষ হতে প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মুজাফ্ফর উদ্দিন ফুল দিয়ে বরণ করেন। চেয়ারম্যান, রাজউক এপার্টমেন্ট প্রকল্প এরিয়া পরির্দশন করেন এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মত বিনিময় করেন।

চেয়ারম্যান, রাজউক মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করছেন উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প পরিচালক

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. তারিখে জনাব মেজর (ইঞ্জি) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.) সদস্য (উন্নয়ন) রাজউক, প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), প্রকল্প পরিচালক, উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প (রাজউক), প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং উত্তরা

এপার্টমেন্ট প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

এপার্টমেন্ট প্রকল্পের বরাদ্দ গ্রহীতাদের সাথে প্রকল্প এলাকায় অস্থায়ীভবে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকল ভাষা সৈনিকদের স্মরণে আয়োজিত শোভাযাত্রায় সকলে অংশ নেন এবং স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

জাতীয় শহীদ দিবস উদযাপন

উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর

১৭ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখে উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের বরাদ্দপ্রাপ্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সম্মানিত শিক্ষকগণ উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের নিকট হতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্ল্যাটের চাবি ও পজেশন পেপার গ্রহণ করেন।

প্রকল্পের 'এ' ব্লকের বাস্তব চিত্র

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প: রাজউক পার্ট

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প দপ্তরে চেয়ারম্যান, রাজউক-এর উপস্থিতিতে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিপূর্বে নগর পরিকল্পনা শাখার সাথে ইসিপি-এর User acceptance test (UAT)-এ প্রকল্প পরিচালক, রাজউকের কর্মকর্তা, প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখার সাথে ইসিপি-এর user acceptance test (UAT) প্রকল্প পরিচালক, রাজউকের কর্মকর্তা, প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট এক পৃথক সভার আয়োজন করা হয়।

চেয়ারম্যান, রাজউক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মকতাগণ কর্তৃক আরবান রেজিলিয়েন্স ইউনিট ভবন নির্মাণ তদারকি

ম্যাট ঢালাই সম্পন্ন আগস্ট, ২০২১

৯টি পরিত্যাক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকার বিদ্যমান আবাসন সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের একটি অন্যতম প্রয়াস ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি ও লালমাটিয়া এলাকায় ৯টি পরিত্যক্ত বাড়িতে বহুতল এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ (সংক্ষেপে ৯ এপার্টমেন্ট প্রকল্প)। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ রাজউকের অর্থায়নে সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে ৯টি প্লটে সর্বমোট ১৮১টি এপার্টমেন্ট নির্মাণ করা হচ্ছে , যার মধ্যে ৩৬টি এপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সরকারি আবাসনকে হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং বাকি ১৪৫টি ফ্ল্যাট বিক্রয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু ফ্ল্যাটের বরাদ্দ লটারির মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে আরও ফ্ল্যাট লটারির মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজসমূহ মন্ত্রণালয় এবং রাজউক-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করছেন। বিগত ২০ জুন ২০২১ তারিখে রাজউক চেয়ারম্যান প্রকল্পের নির্মাণাধীন ভবনসমূহ পরিদর্শন করেন এবং ভবনের ডিজাইন এবং কাজের অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভবন ৮ পরিদর্শনরত চেয়ারম্যান, রাজউক ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

মাদানী এভিনিউ এক্সটেনশন প্রকল্প

চেয়ারম্যান, রাজউক মহোদয় গত ১২ জুন ২০২১ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালকসহ রাজউকের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মাদানী এভিনিউ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

মাদানী এভিনিউ প্রকল্প পরিদর্শন

নগর পরিকল্পনা

খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) এর উপর সেমিনার ও পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

২০ নভেম্বর ২০২১ তারিখে খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫)-এর উপর জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম এম.পি। সেমিনার এ খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫)-এর উপর উপস্থাপনা এবং বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং পেশাজীবীদের থেকে মতামত গ্রহণ করা হয়।

খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫)-এর জাতীয় সেমিনার-এ মো. তাজুল ইসলাম এম.পি

ইতোঃপূর্বে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫)-এর উপর পেশাজীবীদের সাথে একটি মতবিনিময় সভা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

মতবিনিময় সভায় মো. আশরাফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, ড্যাপ (২০১৬-২০৩৫) এবং আগত পেশাজীবীদের একাংশ

JICA-এর সাথে ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (TOD) প্রকল্পের Record of Discussions স্বাক্ষর

নগর পরিবহন এবং এর পরিবেশের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবিলার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার বিবেচনায় কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার সংশোধনসহ ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) এবং বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) বাস্তবায়ন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও বলা হয়েছে যে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের সর্বোত্তম কৌশলগুলো এসটিপির প্রস্তাবিত গণপরিবহন কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত থাকবে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ২৯ আগস্ট ২০১৬-তে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (আরএসটিপি) অনুমোদন করেছে। এ পরিকল্পনায় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে পাঁচটি এমআরটি লাইন এবং দুটি বিআরটি লাইন স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আরএসটিপি অনুযায়ী, এমআরটি লাইন ১, এমআরটি লাইন ৬ এবং এমআরটি লাইন ৫ (উত্তর) এর কাজ বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখিত এমআরটি লাইন বরাবর ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট (টিওডি) বাস্তবায়নের বিষয়টি খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫)-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি রাজউক এবং Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর মধ্যে Project for Development of Policy and Guidelines for Transit Oriented Development along Mass Transit Corridors" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য একটি Record of Discussions স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশে উক্ত ধারণাটি নতুন বিধায় ট্রানজিট ওরিয়েন্টেড ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কিত নীতিমালা এবং নির্দেশিকাগুলো প্রণয়ন/সংশোধন করা দরকার যাতে টিওডির স্টেকহোল্ডাররা সেগুলো কাজে লাগাতে পারে এবং এমআরটি স্টেশনগুলোর সাথে টিওডি বাস্তবায়নের বিষয়টি সমন্বয় করতে পারে যা ভবিষ্যতে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে TOD প্রকল্পের Record of Discussions স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

নগর পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক ১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬০৭৯টি ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন

অঞ্চলের নাম	জমা	মোট নিষ্পত্তি
অঞ্চল-১ (আশুলিয়া-ধামসোনা)	৩৪০	২৪৯
অঞ্চল-২ (উত্তরা-টঙ্গী-গাজীপুর)	১৬২৫	১১৬৮
অঞ্চল-৩ (সাভার-মিরপুর)	১৯০৪	১২৭৭
অঞ্চল-৪ (গুলশান-মহাখালী-পূর্বাচল)	১৫৭৯	৭৩৩
অঞ্চল-৫ (ধানমন্ডি-লালবাগ)	৫৪৬	৩০৫
অঞ্চল-৬ (মতিঝিল-ভূলতা)	২৩৬৩	১১৩৯
অঞ্চল-৭ (কেরাণীগঞ্জ-ঝিলমিল-সূত্রাপুর)	২৬৪	১১২
অঞ্চল-৮ (নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা-সোনারগাঁও)	১৬৪৪	১০৯৬
মোট	১০২৬৫	৬০৭৯

রাজউকের প্রস্তাবিত শেখ রাসেল ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলাধার ও খেলার মাঠ, পার্ক এর পরিমাণ কমে আসছে। সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে কেরাণীগঞ্জ, ঘাটারচর মৌজায় ২০.৭০ একর এলাকা নিয়ে শেখ রাসেল ওয়াটার বেইজড বিনোদন পার্ক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের অভ্যন্তরে পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধাসহ এম্পিথিয়েটার, কমিউনিটি সেন্টার, অফিস ভবন, ওয়াচ টাওয়ার, ব্যায়ামাগার, রেস্টুরেন্ট, বাইসাইকেল লেন, ফুটপাথ, লেক, সাবস্টেশন, সবুজ এলাকাসহ ৩২.৩৮% জলাশয়/লেক সংরক্ষণপূর্বক প্রকল্পের প্রাথমিক লে-আউট প্ল্যান করা হয়েছে। রাজউক-এর মাননীয় চেয়ারম্যান এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রস্তাবিত লে-আউটসহ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

প্রস্তাবিত লে-আউটসহ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

রাজউকের এম.আই.এস শাখার ৪র্থ টায়ার ডাটা সেন্টারে সেবা স্থানান্তর ও চালু

রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদন অনলাইন সেবাটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনস্থ বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড এর ৪র্থ টায়ার ডাটা সেন্টারে সার্ভার এর তথ্য স্থানান্তর সম্পন্ন হয়েছে। সে লক্ষ্যে গত ২৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে চেয়ারম্যান মহোদয়, রাজউক এবং সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর মধ্যে আইসিটি ভবন, আগারগাঁওয়ে একটি চুক্তি স্বক্ষরিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি ভার্চুয়ালি যোগদান করেন। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে রাজউকের সদস্য (পরিকল্পনা) ও এমআইএস শাখার সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট উপস্থিত ছিলেন। ৪র্থ ডাটা সেন্টারে স্থানান্তরের ফলে এবং উচ্চ গতি সম্পন্ন ব্যান্ডউইডথ ব্যবহারের কারণে বর্তমানে অনলাইন সেবার কাজে গতি এসেছে।

রাজউক ও আইসিটি বিভাগের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অবশিষ্ট নথির ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান

গত ১৪ জুন ২০২১ তারিখে চেয়ারম্যান, রাজউক মহোদয় পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের অবশিষ্ট নথির ডাটাবেজকরণ কাজের উদ্বোধন করেন। বর্তমানে উক্ত ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ

নির্মিত/ নির্মাণাধীন ভবনের ব্যবহার ও নির্মাণ ব্যত্যয় যাচাই এবং এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধে গৃহীত কার্যাদি

পরিকল্পিত নগরায়ন, ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরিদর্শন এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। নিয়মিত এই পরিদর্শনের পাশাপাশি সরকারি/ডেভেলপার/ব্যক্তি পর্যায়ে নির্মিত/নির্মাণাধীন ভবনে এডিস মশার বংশবিস্তার রোধ এবং নির্মাণ ব্যতয় তদারকি করার নিমিত্তে গত ০৯-০৮-২০২১ হতে ৩১-০৮-২০২১ তারিখ পর্যন্ত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর আওতাধীন ৮ (আট)টি জোনে ৪ (চার)টি ভ্রাম্যমাণ আদালতসহ ১৯ (উনিশ)টি পরিদর্শন টিমের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নির্মিত ৭৮৪টি, নির্মাণাধীন ১০৮২টিসহ সর্বমোট ১৮৬৬টি ইমারত পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অসঙ্গতির জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৯৪.১০ লক্ষ টাকা এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৫২.১০ লক্ষ টাকা জরিমানা করে। পরিদর্শন কার্যক্রম চলাকালীন এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে এডিস মশার সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থলসমূহ ভবন মালিক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিষ্কার করানো হয়, ব্লিচিং পাউডার ও মশানাশক স্প্রে এবং কেরোসিন তেল ছিটানো হয়। ভবনের চারপাশে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

রাজউক কর্তৃক এডিস মশার বিস্তার রোধে ইমারত পরিদর্শন ও ভ্রাম্যমান আদালতের নকশা যাচাই

বেসরকারি ভবনসমূহের রেজিলিয়েন্সির (স্থিতিস্থাপকতা/সহনশীলতা) জন্য ডিজাইন এবং নির্মাণ-এর গুণগত মান বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

রাজউক থেকে অনুমোদিত ভবনের কাঠামোগত নকশা ও নির্মাণ সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং অংশীদারদের মাঝে এ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা DCQR (Improvement of Design and Construction Quality for Resilience of Private Building) নামে একটি প্রকল্প পরিকল্পনা করছে। এ প্রকল্পে JICA কারিগরি অংশীদার হিসেবে কাজ করবে,

JICA প্রতিনিধিদের সাথে রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা কর্মকর্তাদের মতবিনিময়

যেখানে JICA প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি নির্দেশনা, উপদেশ ও সুপারিশ এর মাধ্যমে তার ভূমিকা পালন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৭/০২/২০১৯ ও ১৮/০২/২০১৯ তারিখে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে রাজউক এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং JICA এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে The Basic Design Planning Survey for the Technical Cooperation Project on Strengthening Building Regulatory and Construction Monitoring System Project" শীর্ষক সভা রাজউক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। Working Committee-এর সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ হতে ২৭ তারিখ পর্যন্ত Online Technical Visit কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত Online Technical Visit কার্যক্রমে MoHPW, Bangladesh, IAB, IEB, BIP, IDEB এবং RAJUK এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ০১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত Hotel Inter Continental এ উক্ত প্রকল্পের উপর একটি Workshop কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, এবং IAB, IEB, BIP, IDEB এবং RAJUK এর প্রতিনিধিগণ।

ওয়ার্কশপ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২৯৬টি বিশেষ প্রকল্প এবং ৫৯৩২টি নক্সা অনুমোদিত

বিশেষ প্রকল্প নিষ্পত্তির চিত্র: ২০২০-২০২১

শাখার নাম	নকশা জমার সংখ্যা	নকশা অনুমোদনের সংখ্যা	নকশা প্রত্যাখান	প্রক্রিয়াধীন
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-১	১৮৭	১০৩	৮	৭৬ টি
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-২	২৭১	১৯৩	০৪	৭৪টি
মোট =	৪৫৮	২৯৬	১২	১৫০ টি

বিভিন্ন জোনে নক্সা অনুমোদনের চিত্র

জোনের নাম	নকশা জমার সংখ্যা	নকশা অনুমোদনের সংখ্যা
জোন-১	১৬২	৮৮
জোন-২	১৪৮২	৮৭৩
জোন-৩	৩১২৫	১৬৭২
জোন-৪	২২১৫	১৪১৮
জোন-৫	৪১১	১৮০
জোন-৬	১৭৭১	১০০৩
জোন-৭	১৫৪	৫০
জোন-৮	১৪৯২	৬৪৮
মোট =	১০৮১২টি	৫৯৩২টি

এস্টেট ও ভূমি

উত্তরা ১ম পর্ব : ঢাকার উত্তরা আবাসিক এলাকায় বাসস্থান সমস্যা নিরসনকল্পে T.I. Act-এর মাধ্যমে ৯৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ১৯৬৯ অনুযায়ী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃত বাংলাদেশীদের অনুকূলে উত্তরা ১ম পর্বে ৪৩৭২টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমানে উত্তরা আবাসিক এলাকার ১ম পর্ব প্রকল্পে সকল বরাদ্দ গ্রহীতাদের অনুকূলে সকল প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। গত এক বছরে প্লট/ফ্ল্যাটের কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
০১.	প্লট/ফ্ল্যাটের হস্তান্তর/হেবা	১১২টি
০২.	প্লট/ফ্ল্যাটের নামজারী	১৩১টি
০৩.	প্লট/ফ্ল্যাটের ঋণ	৩৫টি
০৪.	প্লট/ফ্ল্যাটের আম-মোক্তার	৪টি
০৫.	প্লটের নক্সা অনুমোদনের ছাড়পত্র	২৪টি

উত্তরা ২য় পর্ব : ঢাকার উত্তরা আবাসিক এলাকায় বাসস্থান সমস্যা নিরসনকল্পে T.I. Act এর মাধ্যমে ৪৩৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ১৯৬৯ অনুযায়ী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃত বাংলাদেশীদের অনুকূলে উত্তরা ২য় পর্বে ৫৭৩৯টি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বর্তমানে উত্তরা আবাসিক এলাকার ২য় পর্ব প্রকল্পে সকল বরাদ্দগ্রহীতাদের অনুকূলে সকল প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। গত এক বছরে প্লট/ফ্ল্যাটের কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিবরণ	সংখ্যা
০১.	প্লট/ফ্ল্যাটের হস্তান্তর/ হেবা	৫৭টি
০২.	প্লট/ফ্ল্যাটের নামজারী	১২০টি
০৩.	প্লট/ফ্ল্যাটের ঋণ	২৬টি
০৪.	প্লট/ফ্ল্যাটের আম-মোক্তার	০৪টি
০৫.	প্লটের নক্সা অনুমোদনের ছাড়পত্র	১৯টি

উত্তরা ৩য় পর্বে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি এর অনুকূলে জমির দখল হস্তান্তর: সম্প্রসারিত উত্তরা ৩য় পর্ব আবাসিক এলাকার ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬) এর অনুকূলে ১৫ নং এবং ১৭ নং সেক্টরে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ মেট্রোরেল স্টেশনসমূহের লিফট, এস্কেলেটর, সিঁড়ি ইত্যাদি স্থাপনাসমূহ নির্মাণের জন্য ৩.৬৬ একর জমি রাজউক কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ১৭ নং সেক্টরে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে Development Plan-এর অধীনে Transit Oriented Development (TOD) Hub নির্মাণের জন্য রাজউক কর্তৃক ২৮.৬১৭ একর জমিসহ মোট ৩২.২৭৭ একর জমি ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬) এর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

উক্ত Transit Oriented Development (TOD) Hub এবং Station Plaza-এর জন্য বরাদ্দকৃত জমিতে স্থানীয় জনসাধারণের অবৈধ স্থাপনা থাকায় তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জমি বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে তাদের আবেদন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত-২৪.০২.২০২১ খ্রি. তারিখে উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে সরেজমিনে ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিট ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬) কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়।

বিবিধ

জাতীয় শোক দিবস পালন

১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে রাজউকের মূল ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উন্মোচন ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, এমপি, সচিব, শহীদ উল্লা খন্দকার, চেয়ারম্যান রাজউক, রাজউকের সদস্য পর্ষদ, প্রধান প্রকৌশলী, রাজউক শ্রমিক লীগ, রাজউক বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দসহ রাজউকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। ১৫ আগস্ট হাতিরঝিলে এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ত্রাণ বিতরণ করেন।

রাজউক ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উন্মোচন

১৫ই আগস্ট এ ত্রাণ বিতরণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত

১৭ মার্চ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ-এর মাধমে দিবসের সূচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানসহ রাজউকের সদস্য পর্ষদ, রাজউক শ্রমিক লীগ ও রাজউক বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং রাজউকের সকল স্তরের কর্মচারী।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত

১৮ অক্টোবর, ২০২১ শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজউকে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা করা হয়। প্রফেসর আবদুল মান্নান, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কেক কেটে শিশুদের শেখ রাসেল জন্মদিন উদযাপন

শেখ রাসেল দিবসে শিশুদের চিত্রাঙ্কন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২১ পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রভাতে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাজউক-এর চেয়ারম্যান ও সদস্য পর্ষদসহ সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

মহান বিজয় দিবস উদযাপিত

মহান বিজয় দিবস-২০২১ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা করা হয়। এ সময় রাজউকের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জাতির পিতার ম্যুরালে রাজউকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন।

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত

৫০তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। সকল মুক্তিযোদ্ধা ও বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে রাজউক পরিবারের পক্ষ থেকে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

গণশুনানী অনুষ্ঠিত

২৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সেবা গ্রহিতাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রতিকারের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, রাজউকের সভাপতিত্বে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানীতে ৩৫ জন সেবা প্রত্যাশী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, রাজউকে সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রতিমাসে একবার গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। সেবা প্রত্যাশীরা রাউজকের ওয়েব সাইট www.rajuk.gov.bd এ রেজিস্ট্রেশন করে গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

গণশুনানী গ্রহণ করছেন চেয়ারম্যান রাজউক ও রাজউকের সদস্য পর্ষদ

গণশুনানীতে উপস্থিত সেবা প্রত্যাশী ও রাজউকের সদস্য পর্ষদ

ত্রৈমাসিক
রাজউক বার্তা
শেষের পাতা
ভলিউম-১২ | সংখ্যা-১ | জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১ | বাংলা ১৪২৮

কর্মকর্তাদের উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ

আশিকুর রহমান, উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ, (চ. দা.) রাজউক সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য University of Sydney থেকে Master of Urban and Regional Planning শীর্ষক কোর্সটি সর্বোপরি ৮১.১% মার্কস

আশিকুর রহমান, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ, (চলতি দায়িত্ব)

(Distinction Grade) পেয়ে সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া উক্ত কোর্স চলাকালীন তিনি সম্মানজনক Dean's List of Excellence Award, 2020 অর্জন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ (২০১৯-২০, ২য় পর্যায়)" এর আওতায় উক্ত মাস্টার্স কোর্সের পূর্ণ ব্যয় বহন করা হয়েছে।

মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, উপনগর পরিকল্পনাবিদ, (চ.দা.) রাজউক সম্প্রতি জাপানের হোক্কাইদো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "Master in Environmental Science and Development" শীর্ষক কোর্সটি সর্বোপরি ৮২% মার্কস (A grade) পেয়ে সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। জাপানের JASSO ফেলোশিপের আওতায় উক্ত কোর্সের ব্যয় বহন করা হয়েছে। তিনি Remote Sensing পদ্ধতির মাধ্যমে Urban climate-GiDci spatial

মো. মুস্তাফিজুর রহমান, উপ নগর পরিকল্পনাবিদ, (চলতি দায়িত্ব)-এর সার্টিফিকেট গ্রহণ অনুষ্ঠান

development-এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন। উক্ত গবেষণা কর্মটি Remote sensing এবং Urban Sustainability দুটি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে কর্মরত শুভঙ্কর সুস্ময় রায়, অথরাইজড অফিসার (চলতি দায়িত্ব)- এর J.William Fulbright Foreign Scholarship প্রাপ্তি ও Master's in Urban Planning ডিগ্রি অর্জন করেন।

শুভঙ্কর সুস্ময় রায়, অথরাইজড অফিসার (চলতি দায়িত্ব)

উল্লেখ্য যে, U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs কর্তৃক প্রদত্ত J. William Fulbright স্কলারশিপটি বিশ্ববিখ্যাত ও স্বনামধন্য, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিগত ১৯৪৬ সাল থেকে সারাবিশ্বে ১৬০টির বেশি দেশে অর্থায়ন করে আসছে।

প্রকাশক : **মুহম্মদ কামরুজ্জামান**, পরিচালক (প্রশাসন), রাজউক। রাজউকের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক রাজউক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা হতে প্রকাশিত ও **বি. এম. কালার প্রিন্টার্স**, ১৫/১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকায় মুদ্রিত। রাজউক বার্তা রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ডিএ/২০০০-২৫ ফোন: (৮৮০-২) ৯৫৫৭৬৯৫ রাজউক পিএবিএক্স: (+৮৮০-২) ৯৫৫৬১৬১-৫/১৬৫, ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯৫৬৩৫৯১